নাইজার নদীর ভেটকি

সমীর বসু

প্রাত্যহিক মাছের সন্ধানে আর কলকাতার আশুবাবুর বাজারে নয়, দশহাজার কিলোমিটারেরও কিছু বেশি দূরে নাইজেরিয়ার গেয়েগু নামের এক জেলে গ্রামে থলি হাতে অন্যান্য মৎস্যপ্রেমীদের সঙ্গে নাইজার নদীর উত্তর দিক বরাবর নজর রেখেছি। জায়গাটিনাইজার ও বেনুই নদীদ্বয়ের সঙ্গমে চল্লিশ কিলোমিটার মতো দক্ষিণে। গেরেগু গাঁয়ের জেলেনিরাও ত্রেতাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় --- ইয়ামাহা কি সুজুকির মোটর লাগানো লম্বাটে কাঠের ডিঙিতে হাউসা উপজাতির ছেলেরা মাছের ফসল তুলে নিয়ে আসবে। তারপর শু হবে দুপ্রস্থ দরদামের পালা --- মাছধরাদের থেকে প্রথমে কিনে নেবে জেলেনিরা, অতঃপর জেলেনিদের হাত থেকে আমরা ঃ অর্থাৎ কিছু ভারতীয়, সংখ্যায় অবশ্য মৎস্যভুক্ বাঙালিরই প্রধান্য কয়েকজন জর্মন এবং বাকি এতদ্দেশীয় যাদের দামি পিজো কি টয়োটা কি মার্সিডি গাড়িগুলি নিতান্তই বেমানানভাবে জেলেদের মাটির বাড়িগুলির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অদূরে শহরে নির্মীয়মান কৃষ্ণ আফ্রিকার বৃহত্তম ইস্পাতপ্রকল্পের কাজে ভিটেমাটি ছেড়ে এই দুরদেশে হাজির হয়েছে।

উত্তর দিকে বিন্দুটি ধীরে ধীরে এক জেলেবোটের আকার নিচ্ছে। আহা, ভেটকিমাছ থাকবে তো? পদ্মার ইলিশ, যশোরের কই তো নাইজারের ভেটকি। ওজন দশ কেজি থেকে শু করে পঞ্চাশ কেজির উপর, অথচ মাখনের মতো নরম ও স্বাদু। আপাতত জেলেবোটের তীরে ভেড়ার ফাঁকে একটু পিছু ফিরে দেখে নেওয়া যাক।

এই দেড় বছরের প্রবাসজীবনে অনেক ছুটির দিনেই নাইজারের জলে চোখ রেখে নানা আশা নিরাশার দোলায় দুলেছি। কখনও সখনও আফ্রিকার অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থাজনিত উদ্বেগও ব্যাকুল করেছে। ১৯৮৩-র ১লা ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভোর পাঁচটায় লাগোস - অভিমুখী এয়ার - ইণ্ডিয়ার ২০৭ নম্বর উড়ানে চড়ে বসার সময়ও সে উদ্বেগ ছিল। তেলের বাজার গত দুবছরও যাবৎ মন্দা । প্রায় দশ কোটি লোকের বসতিপূর্ণ দেশটির শতকরা নববইভাগ বিদেশি মুদ্রার আয়ের উৎস এই খনিজ তেল, এবং যে দেশ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারেও আমদানির উপর নির্ভরশীল সে দেশের পক্ষে তেলের দামের ত্রমাবনতির খবর মোটেই সুখবর নয়। ব্যারেলপ্রতি এক সময়ের চল্লিশ ডলার দাম এখন আঠাশ ডলারেরও নিচে, ওপেক (OPEC) - গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার জন্য তেলের দৈনিক উৎপাদনও ২।২ বিলিয়ন ব্যারেল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কমে গিয়ে ১.৫ বিলিয়নের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

শুনেছি দেশের সরকার নানা খাতে ব্যয়সংকোচ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দামের উর্দ্ধগতি রোধ করা যাচ্ছে না, অতএব পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারি চুরি ডাকাতি এবং কুখ্যাত হাইওয়ের রবারি। যাই হোক, একটি নতুন দেশ দেখা হবে, জানা যাবে সে দেশের মানুষদের তাই বা কম কী।

ভারত মহাসাগর পার হয়ে সোমালিয়ার উপর দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে প্রবেশ, তারপর তটভূমি বরাবর শহর মোগিদাসুর আকাশে এবং অবশেষে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির বিমানবন্দরে নামার কিছু আগে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বাঁদিকে তাকিয়ে বরফে ঢাকা কিলিমাঞ্জারো পর্বত চোখে পড়ে। নাইরোবিতে সওয়া একঘন্টার বিরতি। বিমানের নাবিকের দল পাল্টে যায়, ঝাড়ামোছা চলে, তখন খোলা দরজার পাশে দাঁড়াই -- নাইরোবির ঠাণ্ডা হাওয়ার আঁচল ক্লান্তি মুছিয়ে দেয়। নাইরোবি ছাড়ার কিছক্ষণ পরে আবার দেখা যেন ভূগোল বইয়ের আবছা ছবির মত। একবার আকাশযানে হিমালয়ের মতো দুর্ধর্ষ পর্বতশ্রেণীকে হেলায় ডিঙিয়ে যাওয়ার সময় আমার এরকমই মনে হয়েছিল। অথচ হিমালয়ের কোল

বেয়ে ছোটো ট্রেনে চেপে দার্জিলিঙের পথে প্রবল ঠাণ্ডাতেও জানলা বন্ধ করতে ইচ্ছে যায় না।

অতঃপর আফ্রিকার পূব থেকে পশ্চিমে একটানা উড়ানের পর নাইজেরিয়ার বৃহত্তম শহর ও রাজধানী লাগোসে পৌঁছনো গেল। বোম্বাই থেকে মোট সময় লাগলো প্রায় দশ ঘন্টার মতো। আটলান্টিক তীরবর্তী লাগোস শহরকে প্রথম দর্শনে এক সমৃদ্ধ শহর বলে মনে হবে --- চওড়া রাস্তাঘাট, বিদেশি গাড়ির সমারোহ, সুদীর্ঘ ফ্লাইওভার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরসগুলিতে উপচে - পড়া বিদেশি সম্ভার। প্রথম দিনেই একবোতল কোকাকোলা খেয়ে নিলাম একফাঁকে, স্বাদে গন্ধে পুরানো দিন ফিরে এল। এক বইয়ের দোকানে টাঙানো অতীতের মানচিত্রে লাগোস শহরের নিচে লেখা 'স্লেভ কোস্ট' মনে করিয়ে দেয় কুখ্যাত দাসব্যবসার কেন্দ্র ছিল এ শহর এককালে।আফ্রিকার বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে এ- ব্যবসা অনেকদিন ধরেই ছিল, পর্তুগীজরা পনেরোশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হামলা শু করে, এবং দাস ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়। বস্তুত যোলোশ, সতেরোশ, আঠারোশ শতাব্দীর পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস কলঙ্কজনক দাসব্যবসার ইতিহাস। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের একটি কারণ বিদেশের মাটিতে এই দাসেদের নিশ্চুপ অমানুষিক পরিশ্রম। অবশ্য এই শিল্পবিপ্লবের ফলেই পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পাম তেলের চাহিদা বেড়ে যায় মূলত যন্ত্রপাতিতে তেল দেওয়ার জন্য, তা ছাড়া সাবান তৈরি এবং খাবার জন্যও বটে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আফ্রিকা পাম তেল, চিনাবাদাম, কোকো, তুলা, সোনা এবং টিন রপ্তানি করতে থাকে, ইংরাজরা অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য অনেকদিন পশ্চিম আফ্রিকায় এসে গেছে এবং ব্যবসার সুবিধার জন্য ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে আইন করে দাসব্যবসা বন্ধ করেছে। বেআইনিভাবে অবশ্য এই ব্যবসা অনেকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। সুযোগ পেয়ে ব্যবসাবন্ধ করার নামে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরাজ লাগোস অধিকার করে। তার আগেই ১৮৩০ সালে একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল নাইজারের গতিপথ আধিকার করে। তার আগেই ১৮৩০ সালে এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল নাইজারের গতিপথ আবিষ্কার করে ফেলে, এই জলপথে পাম তেল বাদাম ইত্যাদির নতুন ব্যবসা হু হু করে বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা রয়্যাল নাইজার কোম্পানি ১৮৮৬ সালে চার্টার পায় এবং বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দেয় --- বাণিজ্যের সঙ্গে ইউনিয়ন জ্যাকও হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যায়। কালত্রমে নাইজেরিয়ার পত্তন হয় ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি। তৎকালীন গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক লুগার্ডের পত্নী নাম দিলেন নাইজেরিয়া। ঐ নামই চলেছে। মেমসাহেবের দেওয়া নাম স্বাভাবিক কারণেই অনেকের অপছন্দ। নাইজেরিয়ার আগেই পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন এবং গোল্ড কোস্ট (বর্তমান ঘানা) ইংরাজদের অধিকারে চলে গিয়েছে। সেই একই গল্প।

জেলে নৌকো এসে গেল। জেলেনিরা কলাই করা বড়ো বড়ো ডেকচি নিয়ে ছুটেছে, সেই সঙ্গে আমরাও। নৌকোর খোল থেকে জেলেনিরাই মাছ তুলে নিয়ে আসছে। এক চার পাঁচ কেজির কালবোসের সামনে রতন দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ ওই মাছে রতনের অধিকার সর্বপ্রথম, ওর না পোষালে অন্য কেউ। মৃগেল গাংট্যাংরা রয়েছে। নানরঙের অদ্ভুত মাছও আছে যথারীতি, শঙ্কর মাছও একটি। কিন্তু ভেটকির দেখা নেই।

অনেক দেখায় এ-দৃশ্যের ধার এখন কমেছে, একটু পরে আমিও দরদাম করতে এগিয়ে যাব। কিন্তু প্রথম দেখা সব কিছুই মনে গাঁথা হয়ে য়াকে। মনে আছে আমার নাইজেরিয়া পৌঁছনোর পরে দিনে লাগোসের বিখ্যাত সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস, যথা, লেভেন্টিস, ইউ টি সি, চেলারাম, ভোজসন্স্, ক্যাশ এন ক্যারি এবং অফিস - দোকান পাড়া মেরিনার কারপার্কে অজস্র বিদেশি গাড়ি দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবার যোগাড়। লাগোস শহরে এত গাড়ি যে সরকার নিয়ম করেছে বিজোড় সংখ্যার প্রথম নম্বরযুক্ত গাড়ি বেরোবে যে দিনে, সে দিনে কোনো জোড়াসংখ্যার গাড়ি বেরোলে জরিমানা। পরের দিনে উলটো রকম। ফলে বড়লোকেরা দুটি করে গাড়ি কিনেফেলেছে, দুরকম নম্বরের, যাতে রোজই বেরোনো চলে। সত্যিই, বড়োলোকদের কারবারই আলাদা।

লাগোস শহরের অন্তর্গত তিনটি ছোটো দ্বীপ -- লাগোস, ভিক্টোরিয়া এবং ইকোয়িতে চক্কর লাগাই। বড়ো বড়ো ফ্লাইওভার দিয়ে দ্বীপগুলি যুক্ত। সবচেয়ে সাজানো গোছানো দ্বীপ ভিক্টোরিয়ায় নৌকাবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। লাগোস দ্বীপের উলটো দিকে আপাপা বন্দরে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে। মনভোলানো দৃশ্য সব, কিন্তু দু-একটি ট্রাফিক জ্যামের (স্থানীয় নাম গো - স্লো) অভিজ্ঞতা হল যা কলকাতার বিখ্যাত যানজটকেও শিশু বানিয়ে দেয়। তখন ছোটোখাটো ব্যাপারীরা তাদের পসরা নিয়ে গাড়ির জানলায় উকিঝুঁকি মারে। গড়ি, ক্যাসেট, বিস্কুট, স্ু ডাইভার সেট, পারফিউম, ক্যান্ড্ কোক -- হেন জিনিস নেই যা দেখা গেল না।

লাগোস শহর এবং আরও কিছু জায়গা জুড়ে লাগোস রাজ্য -- নাইজেরিয়ার বর্তমান উনিশটি রাজ্যের অন্যতম। সেই লাগোস রাজ্যের রাজধানী ইকেজা অঞ্চলের এক অতিথিশালায় সন্ধ্যাবেলায় এসে পৌছই। চতুর্দিকে ফটফট আওয়াজ। কী ব্যাপার? সব বাড়িতেই জেনারেটর চলছে, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই কিনা। জ্যামের পরে লোডশেডিং, এই অভিজ্ঞতায় মনটা খুব ভালো হয়ে গেল, বিদেশে আছি বলে মনে হচ্ছে না। তবে কলকাতায় এত জেনারেটর চলে না, এই যা তফাত। পেট্রোল খুব শস্তা তো - লিটারপ্রতি কুড়ি কোবো মাত্র, যেখানে একটিমাত্র রসুনের দাম ত্রিশ কোবো। একশ বোবোতে এক নায়রা এবং এক নায়রা ১৯৮৫রএপ্রিল মাসে প্রায় সওয়া তেরো ভারতীয় টাকার সমান। প্রসঙ্গত এই মাসেরই কিছু দরদাম জেনে নিন -- কেজি প্রতি চাল, আলু এবং পাতাসুদ্ধ ফুলকপি যথাক্রমে দু নায়রা, এক নায়রা এবং তিন নায়রা। অর্থাৎ এক কেজি ফুলকপি না কিনে পনেরো লিটার পেট্রোল কিনতে পারেন। চিনির কিলো এক নায়রা আবার নুনের কিলোও এক নায়রা। পেট্রোলের দর ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্রের দর কোনোরকম নিয়ম না মেনে ওঠানামা করে। ছ মাস আগে চিনির দর উঠেছিল কিলোপ্রতি চার নায়রা। জাহাজভর্তি খুব চিনির আমদানি হল, দরদুম করে কমে গেল। আবার কবে বেড়ে যাবে, কে জানে।

লাগোস থেকে আজাওকুটার দুরত্ব ছশ কিলোমিটারের মতো, মাঝে আধঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে মোটরে আসতে সময় লাগল সাড়ে পাঁচ ঘন্টা মতো। অর্থাৎ গাড়ি প্রায় সময়ই ঘন্টায় একশ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলেছে। আমাদের এক সহকর্মী লাগোসের রাস্তায়মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। এ রকম গতিতে সামনের চাকা ফেটে গেলে কোনো কন্ট্রোল থাকে না। ড্রাইভাররা আস্তেচালাতে রাজি নয়, অতএব ভগবান ভরসা। তবে চমৎকার প্রশস্ত রাস্তা --- ন'লাখ চবিবশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশে এক লাখকিলোমিটারের উপর রাস্তা এবং তার অর্ধেকই ব্ল্যাক টপ। তুলনায় রেল লাইনের অবস্থা কশ, মাত্র সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার লাইন পাতা, তাতে কতিপয় ছোটো রেলগাড়ি টিকটিকিয়ে চলে। তাই প্রধানত মোটরগাড়িই নাইজেরিয়ার পরিবহন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য নাইজেরিয়া এয়ারওয়েস - এর বিমানগুলি দেশের প্রধান শহরগুলিতে যাতায়াত করে, কিন্তু তাতে কী হয় !

লাগোস ছড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দুদিকে ঘন বন, কলাগাছে ঝোপ, অজস্র পাম গাছ, সেগুন আর রবার প্ল্যানটেশন - কোথাও উঁচু উঁচু গাছের চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যদেবকেও কষ্ট করে ঢুকতে হয়। আর দেখি অনেক নাম না জানা গাছ, লাল ঝুমকো বুনো ফুল, সবুজ অচেনা ফলের থোকা। এক ভিজে জংলা গন্ধে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বইয়ের ভিতর দিয়ে ছোটোবেলা উঁকিঝুঁকি দেয়। নরখাদকরা এরকম ঘন অরণ্যে গান গাইতে গাইতে চলেছে --- আঙ্গা বাঙ্গা লিম্পো পো / কোয়ালু লাম্পার সিম্পো পো/ ওয়া হা হা। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী এইসব রেনফরেস্টে কোনো উপজাতি সুদূর অতীতে ক্যানিবাল ছিল হয়তো। শিকার করে খাবার মতো বড়ো আকারের পশু এরকম ঘন বনে থাকতে পারে না, তাই বুনোদের সাধারণত নিরামিষাশী থাকার কথা। নিরামিশ খাবারের একঘেয়েমি দূর করতে, মাঝে মাঝে সহজলভ্য আমিষের জন্য লোকে ক্যানিবাল হয়েছিল, ক্রমে শুয়োরগ ছাগল পালন করতে শেখার পর এই বদভ্যাস দূর হয়েছে - কিছু সমাজতাত্বিকের এ ধারণা ভেবে দেখার। বেণ্ডেল রাজ্যের রাজধানী বেনিনকে একপাশে ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটছে। এই বেনিনের পুতরাজারা উনিশ সালে ইংরাজের অধীনে আসে, ততদিন পর্যন্ত নরমেধ চালিয়ে গিয়েছিল অবাধে।

আস্তে আস্তে ঘন বন পাতলা হয়ে আসছে। পরিবর্তে প্রায় দুই মানুষ সমান এলিফ্যান্ট ঘাসের ঝোপ, অর্থাৎ রেন ফরেস্ট শেষ হয়ে হাভানা অঞ্চল হল। মাঝে মাঝে দেখা যায় দু-একজন মানুষ বড়োসড়ো বেজির মত জন্তুকে লাঠিতে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার উমার হাসান বলল, 'মাস্টার, একে বলে বুশ মিট।' অর্থাৎ ঝোপে ঝাড়ে পাওয়া যায় এমন কোনো জন্তুই খাদ্য। হাসানের 'মাস্টার' ডাকে সংকোচ বোধ করি, কিন্তু এই সম্বোধন অনেকদিন থেকেই চলে আসেছে, এখন আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই।

পরিশ্রান্ত হয়ে এক বিশাল পেট্রোল স্টেশনে থামি। বাচচারা আমাদের দেখে চিৎকার জুড়ে দেয়, 'ওইবো ওইবো', অর্থাৎ সাদা রঙের বিদেশি। এখানে ভারতীয়রাও ওইবো। দোকানে কোক, পেপসি, সেভেন আপ, ক্রাশ, স্প্রাইট ইত্যাদি নানারকম পানীয়ের সমারোহ, প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে স্লিক বিদেশি গাড়ি ছুটে যায়, এক ফেরিওলা তার ঘড়ির পশরা নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে। রাস্তার ধারে কচুর মতো দেখতে এখানকার প্রধান খাদ্য ইয়াম এবং কাসাভার দরদাম চলছে, খালি গায়ে বাচচাদের ওইবো ডাক -- এক চমৎকারআফ্রিকান সিম্ফনি।

বেনিনের পর যথাক্রমে একপোমা, আউচি এবং ওকেনে শহরের মধ্য দিয়ে আজাওকুটায় পৌঁছই। রাস্তায় অনেক টিনের চালের মাটির বাড়ি দেখা গেল, অনেকটা আমাদের গ্রামের মতো। পাকা বাড়িগুলি সব একধাঁচে তৈরি, ছাদ সিমেন্টের নয় কেনোটারই -- টিনের হেলানো চাল। কারা যে এরকম বাড়ি করার পরামর্শ দিয়েছে কে জানে!
সারি দেওয়া পাহাড়, উঁচু - নিচু রাস্তা -- আজাওকুটায় এসে ছোটোনাগপুরের কথা মনে পড়ছিল। ব্যবস্থাও ভাল -- যতদিন কোয়ার্টার্স না পাওয়া যায় ততদিন মেসে নাইজেরিয়া যুবক আজিবো আমাদের রান্না করে খাওয়াবে। তারপর বাড়ি পেলে স্ত্রীপুত্রকন্যা আসতে পারবে।
নাইজার নদী বেশি দূরে নয়, অতএব প্রথম ছুটির দিনেই ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে নিয়ে যাত্রা। সেই প্রথম পশ্চিম আফ্রিকার বিখ্যাত নদীটির দর্শন এবং বেশ কিছু ভেটকি মাছের সঙ্গেও সাক্ষাৎ। নদীর ওপারে নাইজার প্রদেশ, তটভূমি বরাবর পাহাড়শ্রেণী, সূর্যরশ্মির প্রাখর্য নেই। জেলেনিদের প্রধানা যাকে ডাকা হচ্ছে 'মাম্মা' নামে, বেশ কিছু মৎস্যপ্রেমী বাঙালির সঙ্গে মজার পিজিন ইংরাজিতে দরদাম করছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকি।
সকলের চোখ একটি কমপক্ষে ত্রিশ কিলো ওজনের এক ভেটকির দিকে, যার নড়াচড়া এখনো থামে নি।
মলয় --- 'হাউ মাচ, মাম্মা?'
মাম্পা -- 'এইট মুর্তালা।' (অর্থাৎ একশ ষাট নায়রা। কুড়ি নায়রার নোটে ১৯৭৫ - এর রাষ্ট্রপ্রধান মুর্তালা মহম্মদের ছবি, তাই কুড়ি নায়রাকে সাধারণ লোক এক মূর্তালা বলে। মাত্র সাতমাস রাষ্ট্রপ্রধান থাকার পর ১৯৭৬ -এর ফ্রেব্রুয়ারি মাসে আততায়ীর হাতে লাগোস বিমানবন্দরে নিহত হন। বিমানবন্দরের নাম বদলে মুর্তালা মহম্মদ এয়ারপোর্ট রাখা হয়। মুর্তালা সেই নাইজেরিয়দের মন জয় করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।)
দাম শুনে মলয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ায় কল্যাণ এগিয়ে এল। এতবড়ো মাছ কিনলে সবাই ভাগ পাবে।
কল্যাণ -- 'ইউ আর সো বিউটিফুল, মাম্মা। প্লিস গিভ আস ফর ত্রি মুর্তালা।'
মাম্মা (রাগত) -- 'আই নো সেল্লম। ইউ নো গুত্।' (আই ওন্ট সেল, ইউ আর নো গুড।)
এইভাবে দরদাম চলতে থাকে। নাইজেরিয়ার প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজি ভাষা। ঐ ভাষাই অফিস কাছারিতে যোগাযোগের মাধ্যম। অবশ্য হাউসা ভাষায় নাইজেরিয়ায় অনেক লোক কথা বলে। তারপর আছে ফুলানি, ইবো এবং ইয়োবা। এই চার প্রধান ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়, হাউসা ভাষায় আরবি হরফও ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও প্রায় দুশ ডায়ালেক্ট রয়েছে।
কিন্তু এত করেও হালে পানি পাওয়া গেল না। একজন টাকাওলা মোটসোটা স্থানীয় ভদ্রমহিলা একশ কুড়ি নায়রায় সওদা করে হাসতে হাসতে তার দামি গাড়িতে মাছ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। ক্যামেরায় ভেটকির ছবিটি শুধু থেকে গেল। পরে এ - বিষয়ে একটি ছোটো নাটক ভবানীদার পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে দুঃখ ভুলতে হল। এবং এর ঠিক ছদিন পরেই নাইজেরিয়ার ইতিহাসে এক বড়ো ধরনের পট পরিবর্তন ঘটে গেল।
১৯৮৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর টিভি এবং রেডিওতে ঘোষিত হল প্রেসিডেন্ট শাগারিক সরকার দেশকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, অতএব মিলিটারি বিনা রক্তপাতে দেশের শাসনভার নিয়েছে। তিনদিন কার্ফু দেশ জুড়ে। দেশের পুলিশকে সাময়িক নিরস্ত্র করে মিলিটারি অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজ চালাতে লাগল। আফ্রিকা মহাদেশে গণতন্ত্রের শেষ প্রদীপটিও নিবল। দেশ প্রধান হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহম্মদ বুহারি।
এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি কোনোদিন, তাই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটে। উগাণ্ডার ইতিহাস সবার জানা তাই টিভিতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদ্ধে অপপ্রচার দেখে অস্বস্তি হয়। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে সাহারা মভূমি থেকে ভেসে আসা সূক্ষ্ম ধূলিকণাপুঞ্জ রাস্তাঘাট আবছা করে দেয়। এই ঝড়ের নাম হারমাটান।শ্বাসপ্রাস বন্ধ হয়ে আসে, নাকের ভিতর সামান্য জ্বালা ধরায়। গাত্রচর্ম শুকনো খসখসে হয়ে যায় এদিকে লম্বা ঘাসের ঝোপগুলি চড়া রোদে হলুদ হয়ে আছে, একটা দেশলাই কাঠির আগুনেই চতুর্দিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সাপ আর কাঁকড়া বিছে খুব দেখা যেতে লাগল আজাওকুটায়।
গত জমানার প্রেসিডেন্ট শেহু শাগারি গৃহবন্দী হলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট আসেক্স ইকোয়েমে, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং প্রদেশীয় আইনপ্রণেতা এবং গভর্ণররা লাগোসের কিরিকিরি জেলে বন্দী। অর্থনৈতিক দুর্নীতির মামলা আনা হল অনেক

গভীর জলের ভেটকি মাছের বিদ্ধে। রিভার প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর মেলফোর্ড ওকিলো সবসুদ্ধ ৮৪ বছরের সাজা পেলেন, সবগুলি সাজা একযোগে চললে ২১ বছর জেলে থাকতে হবে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার লোক প্রধানত ঘুষ খাওয়ার অপরাধে ধরা পড়ল।

ওই এপ্রিলেরই এক দুপুরে স্ত্রী এবং দুই পুত্র লাগোসে হাজির। সেদিন সন্ধ্যায় লাগোস শহরের ইলুপেজু এলাকার নামী ভারতীয় রেস্তোঁরা শেরলাটনে খেতে গেছি দলবেঁধে। আলো কম, খাবারের দিকে মন সবার। এমন সময় মালে মুখ ঢেকে দুই বন্দুকবাজের প্রবেশ, ভয় দেখিয়ে গয়নাগাটি টাকা পয়সা নিয়ে প্রস্থান। দশ মিনিটের এক নিট অপারেশন। এইসব ডাকাবুকোদের স্থানীয় নাম আর্মড রবার, ধরা পড়লে সামরিক নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ্যে গুলি করে মারা হয়। তাই এরা অত্যন্ত বেপরোয়া প্রকৃতির। অনেকে বলে গণতান্ত্রিক রাজত্বের রাজনৈতিক গুণ্ডাদের চাকরি যাওয়াতে এরা এখন ডাকাত বনে গেছে। আমরা ইলুপেজু এলাকার নাম বদলে রাখলাম -- উল্লুপাজী। দেশ থেকে শিবশঙ্করের চিঠি এল - মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে / বউকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে / এমন সময় হারে রে রে রে রে।

নাইজেরিয়ার প্রথম দিনেই বন্দুকবাজের সঙ্গে মোলাকাত -- স্ত্রীর পক্ষে অভিজ্ঞতাটি মোটেই প্রীতিজনক হল না। ফলে এতদ্দেশীয় লোক দেখলেই আঁৎকে উঠত প্রথম প্রথম। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই এরকম হতে পারে, আমার এই যুক্তিতে এবং ধীরে ধীরেনাইজেরিয়দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে ভয় গেছে। আজাওকুটার বাজারে (টিনের চালে ছাওয়া অনেক দোকানঘর, আমরা বলি ঝুপড়ি মার্কেট) গেলে দেখা যাবে মাইকে গান বাজছে নানা জায়গায়, কেউ না কেউ তালে তালে নেচে চলেছে। কোনো দোকানি হাত ধরের টানাটানি করে, 'কম হিয়া ইন্ডিয়া - মান' (কাম হিয়ার ইণ্ডিয়া ম্যান)। 'নেক্সট টাইম', বলে সে হাত ছাড়াতে হয়। এই ঝুপড়ি বাজারে ইয়াম, আলু, পিঁয়াজ, চাল, ডাল, হল্যাণ্ডের দুধ, ফ্রেঞ্চ পারফিউম এবং জাপানি টু - ইন - ওয়ানের সহাবস্থান। তেলজাত কৃত্রিম সমৃদ্ধিররেশ রয়ে গেছে। দেশে লোক তেলের জোরে রাতারাতি ভোগবাদী হয়ে আমদানির নেশায় মত্ত হয়, উদগ্রীব মালটিন্যাশনাল কোম্পানিদের হাত ধরে ডেকে নিয়ে আসে --- এইভাবে নয়া ঔপনিবেশিকতার রাস্তা পরিষ্কার হয়।

সৌভাগ্যক্রমে দেশের বর্তমান শাসকেরা যথেষ্ট সজাগ। দেশকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে অনেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৮৪ -র এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হঠাৎ ডিমনেটাইজেশন হল -- পুরোনো সব নোট রাতারাতি অচল। অবশ্য নতুন নোট বদল করতে সময় দেওয়া হয় ২৬শে এপ্রিল থেকে ৬ই মে। সে নতুন নোট নেওয়াও সহজ নয়, অনেক নিয়মের নিগড়। এক ধাক্কায় পুরোনো কালো টাকা অচল, সরকার নতুন নোট ছাপল ২.৬ বিলিয়ন নায়রার। আমাদের অবশ্য সংসারখরচের টাকার জন্য প্রায় রোজই লাইনে দাঁড়াতে হত ব্যাংকে, কারণ বিভিন্ন ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা আসছিল তাতে একসঙ্গে পঞ্চাশ নায়রার বেশি পাওয়া যেত না। যাহোক, দেশের পক্ষে তো ভালো। বড়ো বড়ো আকাশকুসুম প্রোজেক্টে টাকার খয়রাতি কমল। নাইজেরিয়ার ভবিষ্যৎ রাজধানী আবুজার পেছনে টাকা ঢালার পরিমাণ প্রায় শূন্য। এই আবুজা শহরকে বানাতে মোট কুড়ি বিলিয়ন ডলার খরচ হওয়ার কথা, জাপানি আর্কিটেক্ট তাংগে ডিজাইন করে ফেলেছেন। ভাবা যায়!

বিদেশিরা দেশে আগের তুলনায় অর্ধেক টাকা পাঠাতে পারছেন ৮৪'র মে মাস থেকে। কাছের দেশ ঘানা, বেনিন, নাইজার, টোগো থেকে আগতদের জোর করে ফেরত পাঠানো হল জাহাজ ভর্তি করে। ৮৫র ১০ ই মের মধ্যে হুজ্জতি করে অনেক আফ্রিকান নাইজেরিয়া ছাড়ল।

এদিকে দেশের মধ্যে শু হয়েছে জোর কদমে ডব্লু এ আই (ওয়র এগেইন্স্ট ইনডিসিপ্লিন)। ছাঁটাই হয়েছে অজস্র। পরীক্ষায় নকল করলে পর্যন্ত কয়েক বছরের জেল। আগে প্রাথমিক শিক্ষা নিখরচায় হত, এখন বেশ মাইনে দিতে হচ্ছে। আজাওকুটায় বিদেশিদের আবার তিনগুণ স্কুলের মাইনে দিতে হয় নাইজেরিয়দের তুলনায়। কৃষির দিকে মনোযোগ বাড়ছে। ১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবরস্বাধীন হওয়ার পর বেশ কবছর নাইজেরিয়া স্বয়ম্ভর ছিল খাদ্যে। কয়েক বছর পর তেল পাওয়া গেল, সে তেলের দাম চারগুণ বাড়ল ১৯৭৩ সালে এবং আরো দ্বিগুণ বাড়ল ১৯৭৮ / ৭৯ সালে ইরান বিদ্রোহের সময়। নাইজেরিয়া ১৪৪ বিলিয়ন ডলারের অবাস্তব পাঁচসালা পরিকল্পনা করে ফেলল। তেলের জোরে লোকে বাবু বনে গিয়েছিল তখন। বর্তমানে ওপেক -এর দুরবস্থার দন পুরোনো দিনের শ্রমের আবহাওয়া ফিরিয়ে আনার জন্য এইসব ডব্লু এ আই। শুধু বিদেশি জিনিসের ব্যবসা করে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না, নিজেদের উৎপাদন অনেক বেশি প্রয়ে

াজন -- এখন এই ধারণা সব নাইজেরিয়দের মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে।
স্বাধীনতা - উত্তর এই পঁচিশ বছরের ইতিহাসে চারবার ক্যুদেতা, দুবার গণতান্ত্রিক সরকার এবং আড়াই বছরের দীর্ঘ বায়াফ্রার গৃহযুদ্ধ -- বড়ো কম কথা নয়। উন্নতিকামী দেশগুলিকে এভাবেই নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের উপযোগী শাসনব্যবস্থা গড়ে নিতে হয়। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই ষাটের দশকে স্বাধীন হয়েছে। এখন প্রায় সব দেশই এক পার্টিতন্ত্র, কি সামরিক শাসনের শিকার। গণতন্ত্র এখনও দূর - অন্তু বলে মনে হয়।
নাইজেরিয়ার বড়ো বড়ো পরিবারের সংখ্যাই বেশি। সেজন্য নাইজেরিয় বন্ধুদের বাড়িতে লোকজনের সংখ্যা অনেক। সনাতন ধর্মকে পিছনে ফেলে সৌদি আরব থেকে আসা ইসলাম এবং ইউরোপ থেকে এককালীন প্রভুদের আনা খ্রিষ্ট ধর্ম এগিয়ে রয়েছে। মুসলমানরাই সংখ্যাগু, অনেকের একাধিক স্ত্রী বর্তমান। মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে সনাতন ধর্মের প্রভাব আছে, ভারতে অনেক অহিন্দুরা যেমন কালীপূজা করে থাকেন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অনেক দেবদেবীর পূজা করেন, মুরগি ছাগল মারা হয়, পুনর্জন্মে ঋাস করেন -- যা অনেকের নামকরণের মধ্যে বোঝা যায়। যেমন, ইয়েবা - শিশুকে নাম দেওয়া হল 'বাবাতুণ্ডে' কারণ শিশুর পিতার মনে হয়েছে যেন 'বাবা' (অর্থাৎ শিশুর ঠাকুর্দা)ফিরে এসেছেন (মৃতলোক থেকে)। নানা উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন লোকগাথা প্রচলিত, আছেনানা লোক কবিতা যা লোকের মুখে মুখে ফেরে। (নাইজেরিয়ার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের লেখনীতে চমৎকার ফুটেছে। চিনুয়া ইংরাজি ভাষায় লেখেন, বহু পুরস্কৃত একজন নামী লেখক)। আরো আছে বিভিন্ন ধরনের গীতিবাদ্য ---ইয়োবাদের 'কথা বলা ঢোলক' এবং টিভি আর ইবোদের 'কথা বলা বাঁশি'। যে কোনো সামাজিক উৎসবে নাচ আর গান চাই - ই চাই। আমার নব্য খ্রিষ্টান বন্ধু রিচার্ডসের বাবা মারা গেলে তাঁকে কবর দেওয়া হল রিচার্ডসের বড়দার ঘরে মেঝে খুঁড়ে। বড়দা - বউদি কিন্তু সে ঘর ছেড়ে নড়লেন না। তাই নাকি নিয়ম।
আমরা আজাওকুটার ভারতীয়রাও ১৯৮৪ তে ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা করলাম নবমীর দিনটিতে। মিসেস সাহা এবং ছোটো সাহাদম্পতি সাদা থার্মোকোল থেকে সুন্দর দুর্গাপ্রতিমা বানিয়ে ফেললেন। চণ্ডীপাঠ হল, বাচচাদের আরতি প্রতিযোগিতাও। জর্মন কজন ঠায় বসে দেখলে। বাসভর্তি করে শি ভদ্রমহিলারাও প্রতিমা দর্শন করে গেলেন। ওই বছরেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের অনুষ্ঠান শিদের খুব ভালো লেগে গেল। বলে, আত্‌লিছ্‌না (অতীব চমৎকার)।
এখানে জুন মাস থেকে বৃষ্টি নামে। আজাওকুটার পাহাড়শ্রেণীতে মেঘ ভাঙে অবিরত। যেন নেমে আসতে চায় সমতলে। প্রকৃতি আবার শ্যামল হয়ে আসে। বনও মনোরম। গরমের চিহ্নমাত্র নেই। পাঁচ - ছমাস বৃষ্টির মরসুম রইল। নাইজারে মাছেরা আর ধরা পড়ে না -- কিছু তেলাপিয়া ছাড়া।
বর্ষায় ভেটকি অদৃশ্য, কিন্তু ভয়াবহভাবে দৃশ্য ম্যালেরিয়া। এক সময়ে ধারণা ছিল ম্যালেরিয়ার কারণ বুঝি জমে থাকা পচা জল থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধযুত্ত হাওয়া (malaria =bad air)। ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মারা যেত বিশেষত ইউরোপীয়রা। ১৮১৪ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে সিয়েরা লিওনে ষাটজন ইংরাজ গভর্নরের পদার্পণ ঘটেছে, তারমধ্যে আঠারো জনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে। সিয়েরা লিওনের নামই হয়ে গেল 'শ্বেতকায়দের কবরস্থান'। ওই সময়ের এক জনপ্রিয় মহিলা কবি যখন তাঁর স্বামী ক্যাপটেন ম্যাকলিনের সঙ্গে গোল্ড কোস্টে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন লোকে তাঁকে পাগল ঠাউরে বসলো। তার পর যখন সত্যি তাঁর মৃত্যুর খবর এল তখন তো ক্যাপ্টেন ম্যাকলিনকে লোকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করল। ইংরেজ যোদ্ধাদের মধ্যে তখন কয়েদিদের সংখ্যাই বেশি। স্যার রোনাল্ড রস ১৮৯৭ সালে ভারতে থেকে আবিষ্কার করলেন, না দূষিত বায়ু নয় -- ম্যালেরিযার কারণ অ্যানোফিলিস মশাবাহিত রোগজীবাণু। তারপরএল কুইনিন -- নাইজারের জলপথ বেয়ে দলে দলে সাহেবেরা ভিতরে ঢোকার সাহস পেল। কালত্রমে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা কমেছে কিন্তু এখনও এদেশে ম্যালেরিয়ার আত্রমণ থেকে বর্ষাকালে বাঁচা শত্ত। ম্যালেরিয়ার ধরনও নানারকমের। কোন জ্বরে শীত করল না,দুর্বলতা ও পেট গড়বড়, তবুও ম্যালেরিয়া, লাগাও কুইনাইনের বড়ি কি ইঞ্জেকশন। আর এক মশাবাহিত বিশ্রী অসুখ আছে -- ইয়োলো ফিভার। হলে মরণবাঁচন সমস্যা। আফ্রিকায় আসতে হলে খিদিরপুরের মেরিন হাউসে গিয়ে ওই রোগের প্রতিষেধক টিকা নিতেই হবে। সে টিকার কার্যকাল দশ বছর।
এই সব নিয়েই দিন যায়। কাজ আর কাজের ফাঁকে নাইজেরিয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলে। অনেকেই ভারতের বিভিন্ন ইস্পাত কারখানাগুলিতে শিক্ষানবীশ ছিল। সেদিন এক বন্ধু বললেন, 'তোমাদের দেশে রাস্তাগুলি ছোটো হতে প

ারে, মোটগাড়িগুলির গতিও হয়তো বেশি নয় -- কিন্তু সে গাড়ি তোমাদের নিজেদের তৈরি। টেকনোলজিতে আমাদের অ াদর্শ ইউরোপ আমেরিকা নয়, হওয়া উচিত ভারতবর্ষ। আমাদের ছেলেদের রাশিয়ার ট্রেনিং থেকে ভারতের ট্রেনিং অনেক বেশি পছন্দ।'

আমি বলি, 'ধন্যবাদ বন্ধু। আমাদের দুদেশের অতীত প্রায় একরকম। যোগাযোগের ভাষাও ইংরাজি। সামান্য যেটুকু শেখা হল, তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারলেই আনন্দ হয়। আসলে, আমাদের মতো উন্নতিকামী দেশগুলিকে তাদের স ামর্থ্য অনুয়ায়ীনিজস্ব টেকনোলজি আবিষ্কার করে নিতে হবে।'

এখন বৃষ্টি নেই তাই নাইজার নদীর ভেটকি মাছেরা ধরা দিচ্ছে। মনে পড়ল, গত বছরেই আমরা বাহান্ন কিলো ওজনের ভেটকি মাছ পেয়েছিলাম। সেটি একটি রেকর্ড। সাত আটজন মিলে সে মাছ কাটাকুটি করতে সময় লেগেছিল চারঘন্টা। নাইজেরিয় বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে মনটা খুব প্রসন্ন হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই এই বাহান্ন কিলো ভেটকির সাকসেস স্টোরি আমার চোখে ভেসে উঠেছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com